দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ...17 MAY 2007...
পৃষ্ঠা 2 কলাম ...

কারিগরি বোর্ডের চেয়ারম্যান অপসারণ

স্টাফ রিপোর্টার ঃ সাংবাদিক নির্যাতনকারী কারিগরি বোর্ডের আলোচিত দুর্নীতিবাজ চেয়ারম্যান মোঃ ইদ্রিস আলীকে বোর্ড চেয়ারম্যানের পদ থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। তার পরিবর্তে রাজধানীর তেজগাঁওস্থ কলেজ অব টেক্সটাইল এ্যান্ড টেকনোলজির অধ্যক্ষ নিতাই চন্দ্র সূত্রধরকে কারিগরি বোর্ডের নয়া চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। সোমবার নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার এ সংক্রান্ত সরকারী আদেশ জারি করে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব হুমায়ুন খালিদ (কারিগরি ও মাদ্রাসা) ইদ্রিস আলীকে প্রত্যাহার এবং নিতাই চন্দ্র সূত্রধরকে নয়া চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগদান

(১ পৃষ্ঠা ৬-এর কঃ দেখুন)

কারিগরি বোর্ডের চেয়ারম্যান

(প্রথম পাতার পর)

সংক্রান্ত সরকারী আদেশ জারির কথা স্বীকার করেছেন।

ঘটনার আরেক হোতা বোর্ড সচিব মোঃ শাহজাহান ও তার সাঙ্গপোঙ্গদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে। তবে ঘটনার দু'দিন পেরিয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত কোন আসামী গ্রেফতার হয়নি।

এদিকে চেয়ারম্যান পদের শেষ দিনেও মঙ্গলবার ইদ্রিস আলী তার দুর্নীতি ও অনিয়মের খবর যাতে বাইরে যেতে না পারে সে জন্য কারিগরি বোর্ডের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে অফিসে মোবাইল ফোন নিয়ে আসা নিষিদ্ধ করেন। তথ্য-প্রযুক্তির আধুনিক এই যুগেও এই ধরনের অদ্ভুত সিদ্ধান্তে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হলেও চাকরি হারানোর ভয়ে তারা প্রকাশ্যে মুখ খুলতে না পারলেও বাইরে এসে তাঁরা ফোন করে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন এ নিয়ে। শুধু তাই নয় চাকরিচ্যুত করার ভয় দেখিয়ে দুর্নীতিবাজ ও সাংবাদিক নির্যাতনকারী এই চেয়ারম্যান ও সচিব বোর্ডের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে ডেকে নিয়ে নিজেদের পক্ষে স্বাক্ষর আদায় করেছেন বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে। স্বাক্ষর দেয়া অনেকেই সন্ধ্যায় ফোন করে জানিয়েছেন, তাঁরা চাকরি হারানোর ভয়ে স্বাক্ষর দিতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁরা জানান, এই চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে কেউ গেলেই অবৈধভাবে সাসপেন্ড কিংবা চাকরিচ্যুত করা হয়। এতো বড় ঘটনার মধ্যেও মঙ্গলবার ডেপুটি কন্ট্রোলার আব্দুল হামিদকে অপসারণের চিঠি দেয়া হয়। সূত্রমতে চেয়ারম্যান ও সচিবের সপক্ষে নেয়া এই স্বাক্ষরযোগ্য কপি পত্রিকা অফিসেও পাঠানো হয়েছে বলে জানা গেছে। নিয়মানুযায়ী কোন সরকারী কর্মকর্তা পত্রিকায় এই জাতীয় বিষয়ের জন্য সরকারের অনুমতি নেয়ার বিধান থাকলেও কারিগরি অধিদফতরের মহাপরিচালক আবুল বাশার জানান এ বিষয়ে বোর্ড থেকে তার সঙ্গে কোন যোগাযোগ করা হয়নি।

এদিকে বোর্ডের চেয়ারম্যানের কক্ষে তার নির্দেশে দৈনিক জনকণ্ঠের স্টাফ রিপোর্টার মোশতাক আহমেদ এবং দি নিউ এজ পত্রিকার সিনিয়র রিপোর্টার ছিদ্দিকুর রহমান খানের ওপর বর্বরোচিত হামলার ঘটনায় বিভিন্ন সংগঠনের নিন্দা ও প্রতিবাদ অব্যাহত রয়েছে। নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষক সমিতির নেতা শাহজাহান আলম সাজুর এই ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে অবিলম্বে দোষীদের দৃষ্টান্ত দাবি করেন। বাংলাদেশ কারিগরি কলেজ শিক্ষক সমিতির (বাকাকশিস) সভাপতি অধ্যক্ষ এমএ সাত্তার ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী এক বিবৃতিতে এই ঘটনার নিন্দা জানিয়ে দোষীদের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।

আওয়ামী লীগের শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক নুরুল ইসলাম নাহিদও এই ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন। প্রসঙ্গত সোমবার কারিগরি বোর্ডের চেয়ারম্যান ইদ্রিস আলীর আমন্ত্রণে দৈনিক জনকণ্ঠের স্টাফ রিপোর্টার মোশতাক আহমেদ ইংরেজী দৈনিক নিউ এজের সিনিয়র রিপোর্টার ছিদ্দিকুর রহমান খানকে নিয়ে চেয়ারম্যানের কক্ষে গেলে তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতি বিরোধী রিপোর্ট করার জন্য তাদের ওপর হামলা করা হয়। সূত্রমতে ইদ্রিস আলীকে কলেজে স্থানান্তর করা হয়েছে।